দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 19 NOV 2006
পৃষ্ঠা ১০ কলাম

বরিশাল গণগ্রন্থাগারের অচলাবস্থা

॥ বরিশাল অফিস ॥

বেতন না পাওয়ায় এখানের গণগ্রন্থাগারের ১৮ কর্মচারী চাকরি ছেড়ে চলে যাওয়ায় গ্রন্থাগারে সৃষ্টি হয়েছে অচলাবস্থা। পর্যাপ্ত পাঠক চাহিদা থাকা সত্ত্বেও মুষ্টিমেয় জনবল দিয়ে কোনরকমে চলছে গ্রন্থাগারের কাজকর্ম। উন্নয়ন প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের প্রক্রিয়া সম্পন্ন না হওয়ায় এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়।

এ বিভাগে গণগ্রন্থাগার নির্মাণের জন্য ১৯৯৭ সালের ১ জুলাই একনেক'র সভায় উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন করা হয়। সে অনুযায়ী উন্নয়ন খাতের অধীনে জনবলও নিয়োগ দেয়া হয়। নিয়োগকালে ঐ সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জানানো হয়েছিল উন্নয়ন খাতের মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বেই তাদেরকে রাজস্ব খাতে স্থানান্তর করা হবে। কিন্তু সরকার থেকে বারবার অর্থ সংকট দেখিয়ে তাদেরকে আর রাজস্ব খাতে স্থানান্তর করা হয়নি।

এদিকে ২০০৫ সালের ২০ জুন রাষ্ট্রপতির কার্যালয় থেকে এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ১৯৭২ সালের ১ জানুয়ারী থেকে ১৯৯৭ সালের ৩০ জুনের মধ্যে অনুমোদনপ্রাপ্ত সকল উন্নয়ন প্রকল্পকে রাজস্ব খাতে স্থানান্তর করা হয়। কিন্তু গণগ্রন্থাগারের প্রকল্পটি অনুমোদন করা হয়েছিল ১৯৯৭ সালের ১ জুলাই। ফলে এ বছর জুলাই মাস থেকে উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় থাকা ২৯ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী বেতন বন্ধ হয়ে যায়। প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হওয়ার সাথে সাথে ঐ সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীরা সরকারের অঙ্গীকার বাস্তবায়নের জন্য মন্ত্রী থেকে শুরু করে সচিব ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের নিকট ধর্ণা দেন। কিন্তু সকলেই আশ্বাসের বাণী শুনিয়েছেন এ পর্যন্তই।

তাছাড়া প্রধানমন্ত্রীর বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করলে সেখান থেকে জানানো হয় আগামী অর্থ বছরের মধ্যে তাদেরকে রাজস্ব খাতে নেয়া হবে। এমনকি তাদেরকে এক বছরের বেতন দেয়ারও আশ্বাস দেয়া হয়। কিন্তু এখন পর্যন্ত বেতন না পাওয়ায় এ বছর ঐ সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী তাদের পরিবার-পরিজন নিয়ে ঈদ পর্যন্ত করতে পারেননি। এমনকি কর্মচারীদের বেশীরভাগ বিভিন্ন দোকানে দেনার দায়ে জর্জরিত হয়ে এখানের চাকরি ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র কাজ করছেন।

বর্তমানে এখানে ৩২টি পদের মধ্যে সহকারী লাইব্রেরীয়ান, বুকশর্টার ও নাইটগার্ড রাজস্ব খাতে খাতায় তারা নিয়মিত কাজ করছেন। বাকী যে ক'জন এখনো বেতন পাওয়ার আশায় চাকরি ছাড়েননি তারা ইচ্ছামাফিক কাজ করছেন। ঠিকমত বেতন না পাওয়ায় ঐ সংস্থার কর্মকর্তারা তাদেরকে কিছু বলতেও পারছেন না। ১৮ কর্মচারী চাকরি ছেড়ে চলে গেলেও এখানের কর্মকর্তারা পড়েছেন বিপাকে। তারা না পারছে চাকরি ছাড়তে না পারছে অন্য কোথাও চাকরির সন্ধান করতে। উপরের মহলে চিঠি লিখলে তাদেরকে শুধু আশার বাণী শোনানো হয়।

বি এম কলেজের সামনে ২০০২ সালের ৫ জানুয়ারী এ ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। অর্থ না থাকায় দেড় বছর পর ২০০৩ সালের জুলাই মাসে ৫০ শতাংশ জমির উপর গণপূর্ত বিভাগ ৪ কোটি ১৮ লাখ টাকা ব্যয়ে চারতলা এ ভবন নির্মাণের কাজ শুরু করে তিনতলা পর্যন্ত কাজ সম্পন্ন করে। উদ্বোধনের পূর্বেই এটিকে খুলে দেয়া হয়। এ বছর ১৭ সেপ্টেম্বর সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এ গণগ্রন্থাগারের উদ্বোধন করেন। দেশের অপর ৩টি গ্রন্থাগারের মত এটিও সংস্কৃত মন্ত্রণালয় নিয়ন্ত্রণ করছে।

বরিশাল : গণগ্রন্থাগারের মূল ভবন ও গ্রন্থাগারে জ্ঞানপিপাসু পাঠকদের ভিড় *-ইত্তেফাক*

বর্তমানে সেখানে ৪০ হাজার বই রয়েছে। এখনো প্রতি বছর কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার থেকে বিপুল পরিমাণ বই এখানে পাঠানো হয়। ইতিহাস, মুক্তিযুদ্ধ, চিকিৎসা, বিজ্ঞান, দর্শন, সংস্কৃত, চিত্রকলা, কম্পিউটার ও প্রযুক্তি, গল্প, কবিতা, উপন্যাস, নাটক, সাধারণ জ্ঞান, বিশ্বকোষ, জীবনী ও গদ্য, শিশু সাহিত্য ও একাডেমিক পাঠ্য পুস্তকসহ বিপুল পরিমাণ বই রয়েছে এখানে। বাংলা, ইংরেজী ১৭টি দৈনিক পত্রিকা রাখা হয় লাইব্রেরীতে। প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত পাঠাগার খোলা থাকে। প্রতিদিন ৪০০/৫০০ জ্ঞানপিপাসু পাঠক জ্ঞানের সন্ধানে সেখানে ভিড় জমান। কিন্তু কর্মচারীর অভাবে গ্রন্থাগারে চলছে বেহাল দশা। ইলেকট্রিশিয়ান না থাকায় গ্রন্থাগারে দেখা দিয়েছে বিদ্যুতের সমস্যা। ফলে পাঠকদের বই পড়তে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। তাছাড়া চোকপোস্টে কর্মচারী না থাকায় বই চুরি হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে বলেও সূত্র জানায়।